প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান কোটা পদ্ধতির যৌক্তিকতা

০১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের
অনুচ্ছেদ নং ২৮ (৪) অনুযায়ী

"নারী বা শিশুদের অনুকূলে কিংবা নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশের অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়ন হইতে এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।"

অনুচ্ছেদ নং ২৯ (৩) অনুযায়ী

"এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই

(ক) নাগরিকদের যে কোন অনগ্রসর অংশ যাহাতে প্রজাতন্ত্রের কর্মে উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে তাঁহাদের অনুকূলে বিশেষ বিধান প্রণয়ন করা হইতে,

(খ) কোন ধর্মীয় বা উপসম্প্রদায়গত প্রতিষ্ঠানে উক্ত ধর্মাবলম্বী বা উপসম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিদের জন্য নিয়োগ সংরক্ষণের বিধান সংবলিত যে কোন আইন কার্যকর করা হইতে,

(গ) যে শ্রেণির কর্মের বিশেষ প্রকৃতির জন্য তাহা নারী বা পুরুষের পক্ষে অনুপযোগী বিবেচিত হয়, সেইরূপ যে কোন শ্রেণির নিয়োগ বা পদ যথাক্রমে পুরুষ বা নারীর জন্য সংরক্ষণ করা হইতে
রাষ্ট্রকে নিবৃত্ত করিবে না।"

বাংলাদেশের কোটা পদ্ধতি

০৫ সেপ্টেম্বর ১৯৭২ তারিখে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কোটা পদ্ধতি চালু করা হয়, যা নিম্নরূপ:

১ম শ্রেণির পদে:

মেধা কোটা- ২০%,
মুক্তিযোদ্ধা কোটা- ৩০%
নির্যাতিত মহিলা কোটা-১০%
জেলা/বিভাগ কোটা-৪০%

পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে কোটা পদ্ধতি সংশোধন করে সর্বশেষ গত ১৭ মার্চ ১৯৯৭ তারিখে নিম্নরূপ কোটা নির্ধারণ করা হয়:

কোটার নাম	১ম ও ২য় শ্রেণির পদ	৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির পদ
(১) মেধা কোটা (জেলা কোটা বহির্ভূত)	৪৫%	-
(২) এতিমখানা নিবাসী ও শারীরিক প্রতিবন্ধী (জেলা কোটা বহির্ভূত)	-	১০%
(৩) জেলা কোটা (জনসংখ্যার ভিত্তিত জেলা ওয়ারী বন্টন)		
(ক) মুক্তিযোদ্ধা এবং উপযুক্ত মুক্তিযোদ্ধা পাওয়া না গেলে মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র কন্যা	৩০%	৩০%
(খ) মহিলা কোটা	১০%	১৫%
(গ) ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী কোটা	০৫%	০৫%
(ঘ) আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা কোটা	-	১০%
(ঙ) অবশিষ্ট (জেলার সাধারণ প্রার্থীদের জন্য)	১০%	৩০%
মোট	**১০০%**	**১০০%**

১৬ জানুয়ারি ২০১১ তারিখে মুক্তিযোদ্ধার জন্য নির্ধারিত ৩০% কোটা মুক্তিযোদ্ধা এবং উপযুক্ত মুক্তিযোদ্ধা পাওয়া না গেলে মুক্তিযোদ্ধা/শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পুত্র-কন্যা এবং পুত্র-কন্যা পাওয়া না গেলে পুত্র-কন্যার পুত্র-কন্যা দ্বারা পূরণ করার বিধান করা হয়েছে।

Scanned with CamScanner

সর্বশেষ ১২ জানুয়ারি ২০১২ তারিখে ১ম ও ২য় শ্রেণির পদের ক্ষেত্রে বিদ্যমান কোটাসমূহের মধ্যে যে কোনো কোটায় পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রার্থী পাওয়া না গেলে সেই কোটা হতে ০১% যোগ্য প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের দ্বারা পূরণ করার বিধান করা হয়েছে।

সরকারি চাকরিতে ১ম ও ২য় শ্রেণির পদে নিয়োগে অধিক সংখ্যক আবেদনকারী হলে প্রিলিমিনারী পরীক্ষায় মেধার ভিত্তিতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষা গ্রহণ এবং লিখিত পরীক্ষায় মেধার ভিত্তিতে উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষায় মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কোনো কোটা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় না। প্রিলিমিনারি ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মধ্য হতে মৌখিক পরীক্ষা গ্রহন করে চুড়ান্তকরণের ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। কাজেই চুড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রার্থীদের যোগ্যতার বিষয়ে প্রশ্ন করার কোনো অবকাশ নেই।

সরকারের সর্বশেষ গত ০৬ মার্চ ২০১৮ তারিখের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে কোটার সকল ক্ষেত্রে যোগ্য প্রার্থী পাওয়া না গেলে অবশিষ্ট পদসমূহ মেধার ভিত্তিতে পূরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এর ফলে মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রজাতন্ত্রের কর্মে চাকরি প্রাপ্তির সম্ভাবনা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সূত্র হতে জানা যায়, বিদ্যমান কোটা পদ্ধতি এককালীন শিথিল করে বিগত ৩টি বিসিএস পরীক্ষায় মেধার ভিত্তিতে নিম্নরূপ নিয়োগের সুপারিশ করা হয়েছে:

বিসিএস পরীক্ষা	মেধার ভিত্তিতে নিয়োগের সুপারিশ
৩৩ তম	৭৭.৪০%
৩৫ তম	৬৭.৪৯%
৩৬ তম	৭০.৩৮%

দেশের বিভিন্ন অনগ্রসর জেলার নাগরিকগণকে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগের বিষয়ে সমতাভিত্তিক সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সংবিধানের ২৯(৩)(ক) অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী তাদের অনুকূলে বিশেষ নীতিমালা প্রণয়নের উদ্দেশ্যেই ০৫/০৯/১৯৭২ খ্রি. তারিখের স্মারকের মাধ্যম সর্বপ্রথম কোটাভিত্তিক পদ সংরক্ষণের নীতমালা জারি করা হয়। ইহা অনস্বীকার্য যে জেলা কোটা বাংলাদেশের সংবিধানের ২৯(৩)(ক) অনুচ্ছেদের বিধান, কাজেই কোটাভিত্তিক নিয়োগের বিদ্যমান নীতিমালা হতে বিচ্যুত হলে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগের ক্ষেত্রে দেশের বিভিন্ন অনগ্রসর অঞ্চলের/জেলার নাগরিকগণকে সমতাভিত্তিক নিয়োগ প্রদানের বিষয়ে সংবিধান আরোপিত মূলনীতি ক্ষুণ্ন হয়। অর্থাৎ জেলা কোটা পদ্ধতি সঠিকভাবে অনুসরণ না করা সংবিধানের বিধানকে লংঘন করারই সামিল।

(আবুল কালাম আজাদ)
অতিরিক্ত সচিব (বিধি)
জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়।

Scanned with CamScanner